দৈনিক জনকণ্ঠ

29 DEC 1993

তারিখ 29 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিআইটি,খুলনা সম্পর্কে কিছু কথা

—প্রকৌশলী ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (বিআইটি), খুলনা প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি অতি পরিচিত নাম। বিজ্ঞানের বিকাশ ও ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর সভ্যতার যে অগ্রগতি হয়েছে তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। এই পৃথিবীকে মানব বসবাসের উপযোগী একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক স্থান হিসাবে গঠন করাই সভ্যতার লক্ষ্য। আর বিজ্ঞানকে বাস্তবে ব্যবহার করার যে প্রক্রিয়ায় এই সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে আসছে সেই প্রক্রিয়াই হলো প্রকৌশল (Engineering)। প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সভ্যতার উন্নতির লক্ষ্য সামনে নিয়েই বিআইটি, খুলনা প্রতিষ্ঠিত। বিআইটি, খুলনা বর্তমানে তিনটি। যথা-পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল এবং যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রদান করে। জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান মোট ১৮২৬ জন প্রকৌশলী তৈরী করেছে।

ইতিহাস

বিআইটি, খুলনা এখন থেকে ছাব্বিশ বছর আগে ১৯৬৭ সনে "খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" নামে খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এর প্রথম শিক্ষা বর্ষের ক্লাস শুরু হয় ১৯৭৪ সনের জুন মাসে ঐ তিনটি বিভাগ নিয়ে। তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক হায়দার আজম। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে ডঃ এম,এন, আজম ও অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। দেশের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতই এই কলেজটিও পুরাতন পদ্ধতিতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের অধীনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও ডিগ্রী প্রদান করা হতো। ক্যাম্পাস অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসন পরিচালনা হতো সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে গণপূর্ত বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা এবং ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হতো কলেজ ক্যাম্পাসে। এই বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থাপনার কারণে কলেজের সার্বিক সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়তে লাগলো।

এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের সরকারী কমিটি গঠিত হয় এবং এই সকল কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৯৮১ সনে এই প্রস্তাবে উপনীত হয় যে, পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বায়ত্তশাসন এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

১৯৮২ সনে তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক দেশের সকল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্বায়ত্তশাসন তখনকার মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার করণে মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সরকার পিছিয়ে থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়ন করার দাবীতে কলেজসমূহের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র সমন্বয়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন চলতে থাকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত। এর মধ্যে সরকার কয়েকবার ওয়াদা দিয়েও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে অপারগ হয়।

পরিশেষে ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ডাক্তার, প্রকৌশলী ও কৃষিবিদদের আন্দোলনে এই দাবী উপস্থাপিত হলে তদানীন্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬ সনের মার্চ মাসে একটি অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে (Ordinance XXI, 1986) দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী"তে পরিণত করেন এবং ১লা জুলাই ১৯৮৬ থকে এই অধ্যাদেশ কার্যকরী হয়। ঐ অধ্যাদেশ মোতাবেক প্রতিটি বিআইটির একজন করে পরিচালক ইনস্টিটিউট প্রধান হিসাবে থাকবে কিন্তু আলাদা আলাদা নির্বাহী ও একাডেমিক কাউন্সিল-এর পরিবর্তে প্রথম চার বৎসর একটি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে বিআইটি সমূহ পরিচালিত হবে। বিআইটি, খুলনার পরিচালক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন তখনকার খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রকৌশল এম এ হান্নান। বর্তমানে বিআইটি সমূহের নিজস্ব বোর্ড অব গভর্নরস, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ সংক্রান্ত কমিটি এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি রয়েছে।

বর্তমানের বিআইটি, খুলনা

১৯৮৬ সনে স্বায়শাসন লাভ করার পর পরই বিআইটি, খুলনা তার নিজস্ব সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজাতে শুরু করে। খালি পদসমূহে সম্ভাব্য সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন সুবিধাদির দিকে খেয়াল দেয়া হয়। ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী ও প্রশাসনিক কাজে সম্ভাব্য সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। শিক্ষার মান ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে গতানুগতিক বাৎসরিক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণ করা হয়। পুরাতন নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তে আন্তর্জাতিক মানের গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। ক্লাস লেকচার-এর পাশাপাশি টিউটোরিয়াল ও ক্লাস টেষ্ট সংযুক্ত করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়েও সর্বাধিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

আধুনিক প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষিত বিআইটি, খুলনা থেকে পাস করা প্রকৌশলীরা ইতোমধ্যে দেশ ও বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে তাদের নিজ নিজ পেশাগত দক্ষতার কারণে। ১৯৮৬ সন থেকে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত নিয়মিত সাতটি ব্যাচে মোট ১০৯৯ জন এবং বিআইটি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোট ৭২৭ জনসহ সর্বমোট ১৮২৬ জন প্রকৌশলী এই প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছে। বিআইটি, খুলনায় বর্তমানে মাত্র ৬৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন।

বিআইটি, খুলনা চলতি সেশন থেকে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করেছে। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও এখানকার শিক্ষকগণ বিভিন্ন গবেষণা কাজে সংযুক্ত আছেন যেগুলো খুলনার স্থানীয় ও বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানের সঙ্গে জড়িত।

বুয়েট এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রতি বছর একবার করে গত তিন বছর ধরে "টেকনোলজী এসেসমেন্ট ও টেকনোলজী ডিফিউশন" বিষয়ক স্বল্পকালীন কোর্স বিআইটি, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিআইটি, খুলনার কম্পিউটার সেন্টারে নিয়মিত স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে। এই সকল কোর্সে খুলনা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ইদানিং চালু হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা এবং এর ফলে সৃষ্ট সেশন জট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। বিআইটি, খুলনার সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস ও জটবিহীন সেশন সত্যি অতুল্য দৃষ্টান্ত। শিক্ষাঙ্গনে প্রশাসন, শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই যা এখানে সম্ভব হয়ে আসছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেবলমাত্র কারিগরী দক্ষ প্রকৌশলীই নয়, গঠনমূলক রাজনীতি ও সমাজ সচেতন দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ার উদ্দেশ্যে বিআইটি, খুলনা ছাত্রদরে উন্মুক্ত অথচ সংঘাতবিহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুমোদন করে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিআইটি, খুলনার এই উন্নতি এবং বিবর্তন পুরানো নিয়মনীতি ও নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংমিশ্রনে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সততার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাঠামোসহ পরিচালনা পদ্ধতির সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ অত্যাবশ্যক। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রস্তাবিত একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এখনও সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ব্যক্তিগত পদে পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় উচ্চ শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ভিতরে যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে কর্মক্ষেত্রে অনান্তরিকতা ও চাকুরী বদলের প্রবণতার মত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে শিক্ষার মান কমতে বাধ্য।

প্রথম সমাবর্তন–১৯৯৩

জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানে কোন সমাবর্তন হয়নি। এই প্রথম সমাবর্তনে বিআইটি, খুলনার মোট ১০৯৯ জন গ্রাজুয়েট আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র পেতে যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অর্জনকারী মোট ২০ জনকে ইনস্টিটিউট স্বর্ণপদক প্রদান করতে যাচ্ছে। প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে বিআইটি, খুলনা ও তৎকালীন খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা বিআইটি, খুলনা ক্যাম্পাসে গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী এক কেন্দ্রীয় প্রাক্তন ছাত্র পুর্নমিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন করছে। প্রাক্তন ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে আরও সুন্দর ও সার্থক করে তুলছে।

উপসংহার

১৯৮৬ সন থেকে বিআইটি, খুলনার যে উন্নতি হয়েছে তার জন্য সরকারের সামান্য কিছু বর্ধিত বাজেট ছাড়া বাকী প্রায় সব কিছুই ছিল প্রাক্তন খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের। স্বায়ত্তশাসনের ফলে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান স্বল্প সম্পদেই যে উন্নতি করতে পারে বিআইটি, খুলনা তার একটি উদাহরণ। এই ধারাকে স্থায়ী করার জন্য বিআইটি, খুলনার জন্য সার্বিক অর্থ সহযোগিতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আধুনিক চাকুরী কাঠামো প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়ন এবং আধুনিকীকরণ অত্যাবশ্যকীয়।